(০১) জুলাই ২০১৬-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উলানবাটোরে অনুষ্ঠিত এশিয়া ইউরোপ মিটিং (আসেম)-এর ১১তম সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে এশিয়া ও ইউরোপের উন্নয়ন, অভিবাসন সংকট মোকাবেলা, বহুজাতিক অপরাধ মোকাবেলা ও মানবপাচার রোধসহ বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহ আলোচিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী Plenary সেশনে "Partnership for the future through Connectivity"-এর উপর প্রদত্ত বক্তব্যে উল্লেখ করেন "Connectivity is therefore no longer a choice for any community it is about seizing strategic opportunity". সম্মেলনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ বৈশ্বিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে আরও উজ্জ্বল, দৃশ্যমান ও সুসংহত করে। সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতি বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সমর্থন থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিশ্ব পরিমন্ডলে একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, বাস্তববাদী ও সাহসী বিশ্ব নেতা হিসেবে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। শীর্ষ পর্যায়ের বৈঠকের পাশাপাশি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেশ কয়েকটি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণের সাথে বৈঠক করেন।

(০২) আগস্ট ২০১৬-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাননীয় সেক্রেটারী অব স্টেট জন এফ. কেরি এক সংক্ষিপ্ত সফরে বাংলাদেশ আসেন। সেক্রেটারী কেরি এসময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে তার কার্যালয়ে সাক্ষাৎকালে তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং অন্যান্য আর্থসামাজিক খাতে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন রোধে বাংলাদেশের উদ্যোগের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানান। এই বৈঠকে দু'দেশের মধ্যে নিরাপত্তা সহযোগিতা জোরদারসহ অন্যান্য জাতীয়, বহুপাক্ষিক এবং দ্বিপাক্ষিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয় এবং পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

(০৩) ১৬-১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে কানাডার মন্ট্রিয়েলে অনুষ্ঠিত গ্লোবাল ফান্ডের ৫ম রিপ্লেনিশমেন্ট সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। গ্লোবাল ফান্ডের ৫ম রিপ্লেনিশমেন্ট সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ব এইডস, যক্ষা ও ম্যালেরিয়া রোগ তিনটি নির্মূলের এ পর্যন্ত গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং এ সকল সংক্রামক ব্যাধি নির্মূলে সর্বোচ্চ পরিমাণ তহবিল সংগ্রহ করা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধনী অধিবেশনে তাঁর বক্তব্যে বলেন, অঙ্গীকার, সংকল্প ও সংহতির মাধ্যমে এসব ব্যাধি নির্মূল করা সম্ভব।

সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর সাথে এক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকের শুরুতেই কানাডার প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং আগামী দিনগুলিতে উভয় দেশের মধ্যে বিরাজমান সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় ও সুসংহত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তন, বাণিজ্য ও বিনিয়োগসহ দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়।

(০৭) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত "United Nations Summit on Refugees and Migrants"-এর প্লেনারি সেশনে বক্তব্য রাখেন। এসময় তিনি অভিবাসী ও শরণার্থী ইস্যুতে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্ব দরবারে তুলে ধরেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, অভিবাসন সমস্যাকে সমন্বিতভাবে মোকাবেলা করতে হলে পারস্পরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ, যৌথ দায়বদ্ধতা এবং সকলের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে। শীর্ষ সম্মেলনের অংশ হিসেবে ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ বিকেলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী "Global Compact for Safe, Regular and Orderly Migration: Towards Realizing the 2030 Agenda for Sustainable Development and Achieving Full Respect for the Human Rights of Migrants" শীর্ষক একটি গোলটেবিল সেশনে সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী মি. স্টেফান লভেন-এর সাথে যৌথ-সভাপতিত্ব করেন। তিনি প্রস্তাবিত Global Compact on Migration-এ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাগুলোর যথাযথ প্রতিফলন নিশ্চিত করা এবং শরণার্থী, জলবায়ু উদ্বাস্তু ও অভিবাসীদের অধিকার সুরক্ষার বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেয়ার আহ্বান জানান।

(০৮) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ মহাসচিবের উদ্যোগে সেপ্টেম্বর ২০১৬-এ অনুষ্ঠিত High-Level Panel on Water-এর একটি বিশেষ বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ২০৩০ উন্নয়ন এজেন্ডার পানি সম্পদ ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত

লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে পানি সাশ্রয়ী ফসলের বৈচিত্র্য বাড়ানো, পানি সম্পদের উন্নয়ন ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে যথাযথ অবকাঠামো নির্মাণ, লাগসই পানি-প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও প্রসার এবং আন্তঃসীমান্ত সহযোগিতা বৃদ্ধিসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সামনে তুলে ধরেন। উল্লেখ্য, গত ২১ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী High-Level Panel on Water-এর একজন সদস্য হিসেবে মনোনীত হন।

(০৯) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেপ্টেম্বর ২০১৬-এ "Making Every Woman and Girl Count" শীর্ষক সভায় অংশগ্রহণ করেন। ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে UN-Women মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে "Planet 50-50 Champion" হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। একই অনুষ্ঠানে Global Partnership Forum তাঁকে "Agent of Change" শীর্ষক সম্মানজনক পুরস্কার ভূষিত করে। নারী সমাজকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করে একটি জাতির ভাগ্যের আমূল পরিবর্তন ঘটানো এবং নারী উন্নয়নের সফল অভিযাত্রায় বিচক্ষণ নেতৃত্বদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সংস্থা দু'টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এ সম্মানে ভূষিত করে।

(১০) ১৪ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পৃথক আমন্ত্রণে চীনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং এক রাষ্ট্রীয় সফরে বাংলাদেশে আসনে। সফরকালে গণচীনের রাষ্ট্রপতি, মহামান্য রাষ্ট্রপতি, জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠকে মিলিত হন। এ সফরে গণচীনের রাষ্ট্রপতি ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে দু'দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী, তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি, ভৌত অবকাঠামো, সড়ক-সেতু, রেল যোগাযোগ ও জলপথ যোগাযোগ, কৃষি সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে ২৭টি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ সফরকালে গণচীনের রাষ্ট্রপতিকে বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি এক রাষ্ট্রীয় নৈশভোজে আপ্যায়ন করেন। এই সফরের মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক আরও সুসংহত হয়।

(১১) ১৬ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে "BRICS-BIMSTEC Outreach Summit" ভারতের গোয়াতে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। এই Outreach Summit-এর মূল প্রতিপাদ্য ছিল: "A Partnership in Opportunities"| BRICS ও BIMSTEC দেশসমূহের মধ্যে উন্নয়ন সহযোগিতার অভিন্ন ক্ষেত্র চিহ্নিত করাই ছিল Outreach Summit-এর মূল উদ্দেশ্য। ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের সাথে বাংলাদেশসহ BIMSTEC-এর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ (থাইল্যান্ড ব্যতীত) Outreach Summit-এ অংশগ্রহণ করেন। BRICS ও BIMSTEC-এর পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে ৩টি ক্ষেত্রের প্রতি অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে দৃষ্টি দেয়ার আহ্বান জানান। প্রথমত, BIMSTEC দেশগুলোতে মানসম্মত ও টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ, সহায়ক সরকারী নীতি এবং বাংলাদেশে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠনের বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে অবহিত করেন। তিনি BRICS-এর সদস্য দেশগুলোর জন্য প্রতিষ্ঠিত দুইটি উন্নয়ন ব্যাংককে বাংলাদেশের মত দেশগুলোতে বিনিয়োগের জন্য বিশেষভাবে মনোযোগী হবার আহ্বান জানান। দ্বিতীয়ত, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী BIMSTEC অঞ্চলের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের উপর জোর দেন। এছাড়া তিনি BRICS ও BIMSTEC অঞ্চল দু'টির প্রযুক্তি, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে প্রযুক্তি উন্নয়ন ও অংশীদারিত্বের আহ্বান জানান। তৃতীয়ত, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী BRICS ও BIMSTEC -এর সদস্য রাষ্ট্রগুলোতে টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে নিজেদের পণ্য ও সেবার Value Chain তৈরীর প্রস্তাব করেন।

(১২) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৫-১৬ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে মরক্কোর মারাকেশ শহরে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)-Gi Conference of the Parties (COP 22)-Gi High Level Segment-এ মরক্কোর মহামান্য রাজা His Majesty King Mohammed VI-এর বিশেষ আমন্ত্রণে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত কনফারেন্সে ১৫ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে দেয়া বক্তব্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জলবায়ু বিপর্যয়

মোকাবেলায় বাংলাদেশের দৃঢ় সংকল্পের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন, একইসাথে এ সংকট মোকাবেলায় একযোগে কাজ করার জন্য বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতি মোকাবেলায় বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধকরণ এবং অভিযোজন বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত নানা পদক্ষেপ ও কর্মসূচীর বিষয়ে তিনি বিশ্ববাসীকে অবহিত করেন ।

(১৩) ২৭-৩০ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে হাঙ্গেরীর রাষ্ট্রপতি H.E. Mr. Jânos Âder-এর বিশেষ আমন্ত্রণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল বুদাপেস্টে অনুষ্ঠিত Budapest Water Summit 2016-এ অংশগ্রহণ করে। বহুপাক্ষিক এ সম্মেলনের পাশাপাশি হাঙ্গেরী দ্বিপাক্ষিক রাষ্ট্রীয় সফরের আয়োজন করে, যা ছিল বাংলাদেশ ও হাঙ্গেরীর মধ্যে সরকার প্রধান পর্যায়ের প্রথম দ্বিপাক্ষিক সফর। সফরকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হাঙ্গেরীর রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাতসহ সেদেশের প্রধানমন্ত্রীর সাথে আনুষ্ঠানিক দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। এছাড়া, তিনি হাঙ্গেরীর প্রধানমন্ত্রীর সাথে যৌথভাবে Bangladesh Hungary Business Forum-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

তিন দিনব্যাপী এ সম্মেলনে বিশ্ব অভিবাসন সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের উপর বিশদ আলোচনা করা হয়। সম্মেলনে প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশের ভিত্তিতে এবং অভিবাসন বিষয়ে GFMD-এর পরবর্তী কর্মপন্থার উপর আলোকপাত করে ‘GFMD Chair’s Summary’ গৃহীত হয়। বাংলাদেশ কর্তৃক জাতিসংঘে প্রস্তাবিত অভিবাসন বিষয়ক Global Compact-এর উপর এ সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। পাশাপাশি, অভিবাসী শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও তাদের সুষ্ঠু অভিবাসন নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট সকলের আরও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিষয়েও সম্মেলনে গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়াও, এজেন্ডা ২০৩০-এর আলোকে অভিবাসন বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্ব, অভিজ্ঞতা বিনিময়সহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদানের জন্য একটি এড-হক কমিটি গঠনেরও সিদ্ধান্ত হয়। উল্লেখ্য, এবারই সর্বপ্রথম GFMD-এর কোন শীর্ষ সম্মেলনে ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে “GFMD Business Mechanism” অন্তর্ভূক্ত করা হয় যা এ সম্মেলনের অন্যতম অর্জন। অভিবাসন বিষয়ে বহুপাক্ষিক এ সম্মেলনটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে বাংলাদেশের আয়োজন অত্যন্ত সাফল্যমন্ডিত হয়েছে। বিদেশী প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ বিবেচনায় নবম GFMD সম্মেলনটি ছিল বাংলাদেশের এ যাবৎ কালের সবচেয়ে বড় আয়োজন। এর ফলে বিশ্ব পরিমন্ডলে বাংলাদেশের সার্বিক ভাবমূর্তি যেমন উজ্জ্বল হয়েছে তেমনি এ ধরনের বৃহৎ আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন করার ক্ষেত্রে আমাদের সক্ষমতা প্রমাণিত হয়েছে।

(১৪) ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশ বিশ্বের প্রাচীনতম আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা অরগানাইজেশন অভ আমেরিকান স্টেট (ওএএস)-এর স্থায়ী পর্যবেক্ষকের পদ মর্যাদা লাভ করে। এই মর্যাদা লাভের মধ্যে দিয়ে টেকসই উন্নয়ন, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, সন্ত্রাস নির্মূল, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সহ নানা বিষয়ে ওএএস ভুক্ত দেশগুলোর সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধির অবারিত দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।

(১৫) World Economic Forum (WEF)-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান Professor Klaus Schwab-এর বিশেষ আমন্ত্রণে ১৭-২০ জানুয়ারী ২০১৭ তারিখে সুইজারল্যান্ডের ডাভোস (Davos) শহরে অনুষ্ঠিত WEF-এর ৪৭তম বার্ষিক সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব প্রদান করেন। ডাভোস সম্মেলনের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল ‘Responsive & Responsible Leadership’। ১৭ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ আমন্ত্রিত বিশ্বনেতৃবৃন্দ, জাতিসংঘ মহাসচিব, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান, বিভিন্ন দেশের সরকারী প্রতিনিধিবৃন্দ, বহুজাতিক কোম্পানী ও সংস্থার প্রধান নির্বাহী, ব্যবসায়ী, সুশীল সমাজ এবং গণমাধ্যমের শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ বার্ষিক সভার ‘Shaping a New Water Economy, ‘Worlds Underwater’, ‘Harnessing Regional Cooperation in South Asia’, ‘Leading the Fight Against Climate Change’, ‘Digital Leaders Policy Meeting on Jobs’ শীর্ষক পাঁচটি সেশন ও প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সেশন সমূহে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে শিল্প কারখানার ক্ষেত্রে ‘Go Green’ নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে মর্মে বিশ্ববাসীকে অবহিত করেন। তিনি দারিদ্র্যকে এ অঞ্চলের অভিন্ন শত্রু হিসেবে আখ্যায়িত করে তা

দূরীকরণের জন্য SAARC দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ, connectivity ও জনগণের মধ্যে অধিকতর যোগাযোগ বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করার কথা বলেন। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলার বিষয়টি বাংলাদেশের মতো ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশকে ‘A Tale of Climate Ground Zero’ বলে উল্লেখ করেন। তিনি ‘ভিশন ২০২১’ এবং ‘ভিশন ২০৪১’-কে সামনে রেখে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে সরকারের Digital Bangladesh কর্মসূচির কথা বিশ্ববাসীকে অবহিত করেন। এছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে বিদ্যমান বিনিয়োগ সুবিধা ও পরিবেশের কথা তুলে ধরে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে বিনিয়োগ করতে আহবান জানান।

(১৬) ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট জনাব মাহমুদ আব্বাস ১২ সদস্যের প্রতিনিধিদল নিয়ে বাংলাদেশে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে আসেন। সফরকালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে সৌজন্য সাক্ষাতকালে জনাব আব্বাস মুসলিম বিশ্বে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী নেতৃত্বের কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। জনাব ইয়াসির আরাফাত ও ফিলিস্তিনের নাগরিকদের সংগ্রামের প্রতি বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের অবিচল সমর্থনে তিনি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে একজন খ্যাতনামা ফিলিস্তিনি কবি কর্তৃক বঙ্গবন্ধু রচিত “অসমাপ্ত আত্মজীবনী”-এর আরবি অনুবাদের কথা জানালে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এ মহান উদ্যোগের জন্য ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান।

প্রেসিডেন্ট আব্বাস গত ০২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে একান্তে বৈঠক করেন। পরে দু’দেশের নেতৃবৃন্দ দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন। দ্বিপাক্ষিক বৈঠককালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৯৯৭ সালে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের স্বাধীনতার রজত জয়ন্তীতে আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে ইয়াসির আরাফাতের বাংলাদেশ সফরকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। তিনি ফিলিস্তিনিদের প্রতি ইসরাইলের আক্রমনাত্মক ও আগ্রাসী নীতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ফিলিস্তিনি ভ্রাতৃপ্রতিম জনগণের ন্যায়সংগত স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি বাংলাদেশের অকুন্ঠ সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন।

বৈঠককালে জনাব আব্বাস ফিলিস্তিন ও ইসরাইল সংকটের দ্বি-রাষ্ট্র ভিত্তিক সমাধানের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং এ লক্ষ্যে বিশ্বজনমত গঠনে তার সরকারের ভূমিকার বিষয়ে আলোকপাত করেন। ভবিষ্যতে বাংলাদেশ ও ফিলিস্তিনের মধ্যে প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনিয়োগ ও ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহযোগিতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবে বলে বৈঠকে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট ২০১৮ সালে ওআইসি’র পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সম্মেলন ঢাকায় আয়োজনের বিষয় বাংলাদেশের প্রার্থিতাকে সমর্থনের বিষয়ে আশ্বাস প্রদান করেন। বৈঠক শেষে দুই নেতার উপস্থিতিতে দু’দেশের মধ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রী পর্যায়ে সহযোগিতা বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। প্রেসিডেন্ট আব্বাস তার এই সফরকালে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক বিষয়াদি নিয়েও আলোচনা করেন।

বহুপাক্ষিক এ সম্মেলনে অংশগ্রহণের পাশাপাশি সফরের দ্বিতীয় দিন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জার্মানির চ্যান্সেলর এর সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন। জার্মান চ্যান্সেলর দারিদ্র্য দূরীকরণ, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, স্বাস্থ্যসেবা ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন অগ্রযাত্রার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বিভিন্ন বৈশ্বিক বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বেরও ভূয়সী প্রশংসা করেন।

(১৭) ১৭-১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে জার্মানির মিউনিখে অনুষ্ঠিত ৫৩তম Munich Security Conference (MSC)-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অংশগ্রহণ করেন। মিউনিখে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীসহ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, এবারই বাংলাদেশের কোন রাষ্ট্র/সরকার প্রধান এ সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন যা বাংলাদেশের জন্য ছিল অত্যন্ত সম্মানের।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জলবায়ু সহিষ্ণু জাতের খাদ্য শস্য উৎপাদনে গুরুত্ব দেওয়ার কথা জানান। পানি সংশ্লিষ্ট SDG-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পাশাপাশি পানি নিরাপত্তা বিধানে পানি ব্যবস্থাপনায় গ্লোবাল ফান্ড গঠনের ব্যাপারে তিনি বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উন্নত দেশগুলোতে প্যারিস চুক্তির আলোকে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় তাঁদের দায়িত্ব পালনের জন্য অনুরোধ জানান। প্যানেলে অংশগ্রহণকারী বক্তাগণ Climate Vulnerable Forum (CVF) গঠনে বাংলাদেশের অগ্রণী ভূমিকার কথা উল্লেখ করে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের প্রশংসা করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কথা তুলে ধরে তারা জলবায়ুসহ অন্যান্য আঞ্চলিক বিষয়ে দক্ষিণ এশিয়াতে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তাঁকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন।

বহুপাক্ষিক এ সম্মেলনে অংশগ্রহণের পাশাপাশি সফরের দ্বিতীয় দিন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জার্মানির চ্যান্সেলরের সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন। জার্মান চ্যান্সেলর দারিদ্র্য দূরীকরণ, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, স্বাস্থ্যসেবা ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন অগ্রযাত্রার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বিভিন্ন বৈশ্বিক বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বেরও ভূয়সী প্রশংসা করেন।

(১৮) Indian Ocean Rim Association (IORA)-এর ২০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় প্রথমবারের মত অনুষ্ঠিত Leaders' Summit-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে। "Strengthening Maritime Cooperation for a Peaceful, Stable, and Prosperous Indian Ocean"-এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে IORA-এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সুষম উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে পারস্পরিক মেরিটাইম সহযোগিতা জোরদার এবং যোগাযোগ বৃদ্ধি ছিলো এ শীর্ষ সম্মেলনের মূল লক্ষ্য। এ সম্মেলনের অংশ হিসেবে গত ৬ মার্চ ২০১৭ তারিখে IORA Business Summit অনুষ্ঠিত হয় যাতে বাংলাদেশ সহ সদস্য রাষ্ট্রসমূহের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

শীর্ষ এ সম্মেলনে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের রাষ্ট্র/সরকার প্রধানগণ কর্তৃক IORA-এর ভবিষ্যত রূপরেখা নির্ধারণে "Jakarta Concord" এবং এটি বাস্তবায়নে একটি "Action Plan" গৃহীত হয়। এর পাশাপাশি, সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে নিরাপত্তা সংক্রান্ত সহযোগিতা ও সমন্বয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে "Declaration on Preventing and Countering Violent Extremism Concord" শীর্ষক একটি Declaration গৃহীত হয়। Concord-টিতে ছয়টি প্রাধিকার ক্ষেত্র যথা- Maritime Safety & Security, Trade & Investment Facilitation, Fisheries Management, Disaster Risk Management, Academic, Science & Technology, Tourism & Cultural Exchanges এবং দুটি Cross-cutting issue যেমন- Blue Economy এবং Women's Economic Empowerment চিহ্নিত হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, বঙ্গোপসাগর এবং ভারত মহাসাগরীয় বলয়ের উপকূলীয় দেশ হিসেবে বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ১৪ নম্বর লক্ষ্যমাত্রায় বিবৃত টেকসই সমুদ্র সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সুরক্ষা এবং উপকূলীয় বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণ বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বাংলাদেশের উপর বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন এবং এ প্রেক্ষিতে জলবায়ু ন্যায্যতা নিশ্চিতকরণে সকলের প্রতি আহবান জানান। এছাড়াও তিনি দক্ষ নাবিকদের একটি আন্তর্জাতিক পুল সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশে Indian Ocean Technical and Vocational University নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব রাখেন। সফরকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি এবং শ্রীলংকার রাষ্ট্রপতির সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন। এছাড়াও জাপানের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, সংযুক্ত আরব-আমিরাতের প্রতিমন্ত্রী এবং ভারতের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাত করেছেন।

(১৯) ০৬-০৭ মার্চ ২০১৭ তারিখে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় Human Rights Committee কর্তৃক বাংলাদেশের International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) সংক্রান্ত প্রাথমিক প্রতিবেদন বিবেচনা করা হয়। উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের প্রথম মেয়াদে ০৬ সেপ্টেম্বর ২০০০ তারিখে ICCPR

অনুসমর্থন করা হয় এবং পরবর্তীতে ২০১৫ সালে Human Rights Committee-তে এর বাস্তবায়ন বিষয়ে প্রাথমিক প্রতিবেদন দাখিল করা হয়।

(২০) ১১ মার্চ ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ২৫ মার্চ-কে ‘জাতীয় গণহত্যা দিবস’ হিসেবে ঘোষণা করেন এবং এই বিষয়ের প্রতি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করে যা গত ২০ মার্চ ২০১৭ তারিখে মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়। বাংলাদেশের গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির বিষয়ে জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনার জন্য মহাপরিচালক (জাতিসংঘ) গত ১৯-২৪ মার্চ ২০১৭ তারিখে নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘ সদর দপ্তর সফর করেন। এছাড়া এ বিষয়ে ২৯ মার্চ ২০১৭ তারিখে Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS)-এ “Commemorating 25 March-Ganohottya Dibosh (Genocide Day)” শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

(২১) ২০ মার্চ ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ ও ব্রাজিলের মধ্যে Establishment of Bilateral Consultations Mechanism শীর্ষক একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এর ফলে দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবার সুযোগ তৈরি হয়।

(২২) বাংলাদেশ ও ব্রাজিলের মধ্যকার প্রথম Bilateral Consultations ২০ মার্চ ২০১৭ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় দুই পক্ষই চলমান সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলো তুলে ধরে আরও নতুন নতুন ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির ব্যাপারে জোর দেন। দ্বিপাক্ষিক এই আলোচনায় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ এবং কারিগরি সহযোগিতার প্রসঙ্গে ফলপ্রসু আলোচনা হয়। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কৃষি, পর্যটন, সাংস্কৃতিক এবং কূটনীতিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিকল্পে চারটি সমঝোতা স্মারকের খসড়া হস্তান্তর করা হয়।

(২৩) ২১ মার্চ ২০১৭ তারিখে ভারতের নয়াদিল্লীতে বিমসটেক সদস্যভূক্ত দেশসমূহের জাতীয় নিরাপত্তা প্রধান/উপদেষ্টা (National Security Chiefs/Advisers) পর্যায়ের ১ম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা (নিরাপত্তা বিষয়ক)-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল উক্ত বৈঠকে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করে। আলোচ্য বৈঠকে টেকসই ও বাস্তবসম্মত উপায়ে এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের অভিন্ন নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলা করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

(২৪) ২৭ মার্চ ২০১৭ তারিখে মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লন্ডনস্থ কমনওয়েলথ সচিবালয়ে কমনওয়েলথ মহাসচিব Rt Hon Patricia Scotland QC-এর সাথে এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। সাক্ষাতকালে কমনওয়েলথে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমে বাংলাদেশের সংশ্লিষ্টতার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

(২৫) সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক প্রণীত “Mapping of Ministries by targets in the implementation of SDGs aligning with 7th Five Year Plan (2016-2020)” অনুযায়ী Sustainable Development Goals (SDGs)-এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের জন্য নির্ধারিত টার্গেট সমূহের ভিত্তিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়কে Lead, Co-Lead এবং Associate হিসেবে দায়িত্ব বন্টন করে দিয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় SDG-এর ৩টি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে Lead মন্ত্রণালয়, ১০টি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে Co-Lead মন্ত্রণালয় এবং ৮৪টি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে SDG মন্ত্রণালয় হিসেবে কাজ করবে। সে লক্ষ্যে Lead Ministry হিসেবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তার নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণে নিবিড়ভাবে কাজ করছে। উল্লেখ্য, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় SDG কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণের জন্য ২৭ মার্চ ২০১৭ তারিখে বিভিন্ন Co-Lead এবং Associate মন্ত্রণালয় সমূহের সমন্বয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আহ্বান করে। উক্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় আলোচনা এবং Co-Lead এবং Associate মন্ত্রণালয় সমূহ

থেকে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে SDG বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করছে। এছাড়াও, অত্র মন্ত্রণালয় Co-Lead এবং Associate মন্ত্রণালয় হিসেবে অন্যান্য মন্ত্রণালয়কে SDG বিষয়ক নিয়মিত Substantive Input প্রদান করে আসছে।

(২৬) জাপান সরকার বাংলাদেশের কক্সবাজারের বিভিন্ন শরণার্থী ক্যাম্পে মায়ানমার থেকে আগত এবং আশ্রয়গ্রহণকারী মায়ানমারের নাগরিকদের মানবিক সহযোগিতার জন্য দুই মিলিয়ন মার্কিন ডলার আর্থিক সাহায্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে উক্ত মানবিক সাহায্য কর্মসূচি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা যেমন বিশ্ব খাদ্য র্কমসূচি (WFP), আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (IOM) এবং জাতিসংঘ উদ্বাস্তু বিষয়ক হাইকমিশন (UNHCR)-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। উল্লেখ্য, জাপান সরকার উক্ত আর্থিক অনুদান সরাসরি বর্ণিত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহকে প্রদান করবে।

(২৭) ইন্টার পার্লামেন্টারী ইউনিয়ন (আইপিইউ)-এর ১৩৬তম এসেম্বলি গত ০১-০৫ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় যেখানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করে। বিশ্বের ১৩১টি পার্লামেন্ট থেকে ছয় শতাধিক সংসদ সদস্য ও অন্যান্য প্রতিনিধি সমন্বয়ে সহস্রাধিক বিদেশী অতিথিবর্গ এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সার্বিক দিক নির্দেশনায় বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতায় ১৩৬তম আইপিইউ এসেম্বলি সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় বহির্বিশ্বে একটি উদার গণতান্ত্রিক ও সক্ষমতায় অনন্য রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল হয়েছে এবং এটি আমাদের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় এক মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ১৩৬তম আইপিইউ এসেম্বলির প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল বৈষম্য দূরীকরণ, রাজনীতিকে কালো টাকার প্রভাবমুক্ত রাখা, মানবাধিকার সুরক্ষা এবং কোন দেশের উপর অন্যদেশের অযাচিত হস্তক্ষেপ না করা। এছাড়াও অনেক বিষয়ে যেমন গণতন্ত্র, নারীর ক্ষমতায়ন, সুশাসন ইত্যাদি সম্বন্ধেও আইপিইউ'র এবারের এসেম্বলিতে আলোচনা হয়েছে ।

(২৮) ০৩-০৪ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে জাতিসংঘের Committee on Migrant Workers (CMW) কর্তৃক International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICRMW)-এর বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বাংলাদেশের প্রাথমিক প্রতিবেদন বিবেচনা করা হয়। উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে বাংলাদেশ CMW-এ সংক্রান্ত প্রাথমিক প্রতিবেদন দাখিল করে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উক্ত প্রাথমিক প্রতিবেদন বিবেচনার জন্য উত্থাপিত বিষয়সমূহ (List of Issues)-এর জবাব প্রস্তুতকরণ এবং অন্যান্য সকল বিষয়ে সার্বিক সহায়তা প্রদান করে।

(২৯) ০৪ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে ঢাকার বেইলি রোডে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের 'ফরেন সার্ভিস একাডেমীর (সুগন্ধা ক্যাম্পাস) অবকাঠামোগত উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য নতুন ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী। সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটি নভেম্বর ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদন লাভ করে। অনুমোদিত এই প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৩ কোটি ৩ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ফরেন সার্ভিস একাডেমীতে দেশী-বিদেশী কূটনীতিকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক মানের অবকাঠামোগত সুবিধা তৈরী হবে।

(৩০) গত ০৭-১০ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে ভারতে রাষ্ট্রীয় সফর করেন। এটি ছিল ভারতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বর্তমান মেয়াদে প্রথম দ্বি-পাক্ষিক রাষ্ট্রীয় সফর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী, মাননীয় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী, মাননীয় পানিসম্পদ মন্ত্রী, মাননীয় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা এবং মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীসহ সরকারের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাবৃন্দ এবং উচ্চ পর্যায়ের ২৫৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল তাঁর সফরসঙ্গী হন। ভারতে অবস্থানকালে

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতির আমন্ত্রণে রাষ্ট্রপতি ভবনে আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, ভারতের রাষ্ট্রপতি ভবনে অবস্থান করার আমন্ত্রণ খুব কমসংখ্যক বিদেশী সরকার প্রধানই পেয়ে থাকেন।

সফরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জী, উপ-রাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এছাড়া ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী সুষমা স্বরাজ, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সফরে অভিন্ন নদীর পানি বন্টন, পদ্মা (গঙ্গা) ব্যারেজ নির্মাণ, নদীর অববাহিকাভিত্তিক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সীমান্ত সুরক্ষা, নিরাপত্তা সহযোগিতা, আন্তঃযোগাযোগ তথা কানেকটিভিটি, জনযোগাযোগ, দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য সম্প্রসারণ, উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ-জ্বালানী খাতে সহযোগিতা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী কর্তৃক ২৫ শে মার্চ কালরাতে গণহত্যার বিষয়টি উল্লেখ করে, সম্প্রতি এদিনটিকে ‘গণহত্যা দিবস’ হিসেবে পালনের লক্ষ্যে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে গৃহীত প্রস্তাবনার কথা জানান। তিনি গণহত্যা দিবসের বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি আদায়ের প্রচেষ্টায় ভারতের সহযোগিতা কামনা করেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

এ সফরে চলমান সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনার পাশাপাশি নতুনতর ক্ষেত্রসমূহ, যেমন বেসামরিক পারমাণবিক সহযোগিতা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, তথ্যপ্রযুক্তি, স্যাটেলাইট ও মহাকাশ গবেষণা, ভূ-তাত্তিক জরিপ, প্রতিরক্ষা প্রশিক্ষণ ও সহযোগিতা, ভুটান ও নেপালের সাথে পৃথকভাবে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে ত্রিদেশীয় অংশগ্রহণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে, সহযোগিতার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। বাংলাদেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য ভারত সরকার ৪.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার নমনীয় ঋণের ঘোষণা প্রদান করে, যার মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত ১৭ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। এছাড়াও সামরিক বাহিনী খাতে ভারত সরকার কর্তৃক ৫০০ মিলিয়ন ডলার নমনীয় ঋণ প্রদান করা হবে। সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বক্তব্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিস্তার পানি বণ্টন চুক্তি বাস্তবায়ন বাংলাদেশ-ভারতের বর্তমান দুই সরকারের আমলেই সম্পাদিত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এ সফরে দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে মোট ৩৫ টি দলিল (১১ টি চুক্তি ও ২৪ টি সমঝোতা স্মারক) স্বাক্ষরিত এবং বিনিময় হয়। বৈঠক শেষে ০৮ এপ্রিল দুইদেশ ৬২ দফা সংবলিত একটি যৌথ ইশতেহার প্রকাশ করে, যাতে দুই দেশের চলমান সম্পর্ক এবং এই সম্পর্কের ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনা সুস্পষ্টভাবে উঠে এসেছে । দ্বিপাক্ষিক বৈঠক শেষে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি ভারতের গভীর শ্রদ্ধা এবং তাঁর অসাধারণ নেতৃত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ দিল্লীস্থ ‘পার্ক স্ট্রীট’-এর নতুন নামকরণ করা হয় ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রোড। একই সময়ে দুই প্রধানমন্ত্রী যৌথভাবে বঙ্গবন্ধুর ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’- এর হিন্দী সংস্করণের মোড়ক উন্মোচন করেন। দুই প্রধানমন্ত্রী এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী যৌথভাবে খুলনা-কলকাতা রুটে যাত্রিবাহী রেল ও বাস চলাচল এবং বিরল (দিনাজপুর, বাংলাদেশ)- রাধিকাপুর (ভারত) রুটে পণ্যবাহী রেল চলাচলের উদ্বোধন করেন। এছাড়া বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে যেসব ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী/ সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্য জীবন বিসর্জন দিয়েছেন, তাঁদের আত্মত্যাগের স্বীকৃতি স্বরূপ ‘মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা’ প্রদানের উদ্দেশ্যে দিল্লীস্থ ‘মানেক্‌শ সেন্টারে’ বাংলাদেশ-ভারত যৌথ উদ্যোগে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৯৭১ সালে শহীদ ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী/সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সাতজন সদস্যের নিকটাত্মীয়ের হাতে সাইটেশন এবং সম্মাননা পদক তুলে দেন।

সফরে ভারতের ‘ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন’ কর্তৃক আয়েজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অংশগ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রবীণ নেতা ও দলের উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি ও প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী এল. কে. আদভানীসহ ভারতীয় মন্ত্রীবৃন্দ এবং ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গসহ ভারতের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ ও ভারতের উচ্চপর্যায়ের ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে বিজনেস ফোরামেও যোগদান করেন। ফোরামে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশের চিত্র তুলে ধরেন এবং ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য আহ্বান জানান।

সফরকালে ৩৫টি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়, যেগুলোর বাস্তবায়ন দু'দেশের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। পারস্পরিক সহযোগিতা-বিশ্বস্ততা-বন্ধুত্বের বহুমুখী সম্পর্ক এই সফরের মাধ্যমে এক বিশেষ উচ্চতায় উন্নীত হয়েছে। উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ২০১৮ সালে বাংলাদেশ সফরে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

(৩১) ১২-১৫ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী রুশ ফেডারেশনের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর আমন্ত্রণে রাশিয়া সফর করেন। উক্ত সফরে দ্বিপাক্ষিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনাসহ দু'দেশের মধ্যে গণযোগাযোগ ক্ষেত্রে সহযোগিতা এবং দু'দেশের সরকারি সংবাদ সংস্থার মধ্যে পারস্পারিক সহযোগিতা সংক্রান্ত দুইটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এছাড়া মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ১৪ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে GAZPROM-এর চেয়ারম্যান Alexey Miller এবং ১৫ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে সেন্ট পিটার্সবার্গস্থ গভর্নর ম্যানশনে Leningrad Oblast এলাকার গভর্নর Alexander Drozdenko-এর সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন।

(৩২) ১৩ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) সংক্রান্ত বাংলাদেশের প্রাথমিক প্রতিবেদন জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট কমিটিতে দাখিল করা হয়। উক্ত প্রতিবেদনে এই কনভেনশনটি বাস্তবায়নের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ তুলে ধরা হয়।

(৩৩) ১৭-১৯ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বেলারুশে সরকারি সফরে যান। বাংলাদেশ-বেলারুশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্থাপনের রজত জয়ন্তীতে এ সফর দু'দেশের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করেছে। উক্ত সফরে মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী একটি Business Forum-এ বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন এবং বেলারুশের উপ-পররাষ্ট্র মন্ত্রী Valentin Rybakob-এর সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন।

(৩৪) ১৮-২০ এপ্রিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগের আমন্ত্রণে ভুটানে রাষ্ট্রীয় সফর করেন। বর্তমান সরকারের মেয়াদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এটি প্রথম ভুটান সফর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ সফরে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা, সূচনা ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন এবং বাংলাদেশে অটিজম বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপারসন সায়মা ওয়াজেদ হোসেন এবং সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সফরসঙ্গী হন। সফরকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১৯ শে এপ্রিল ''International Conference on Autism and Neurodevelopmental Disorders (ANDD 2017)''- সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন এবং সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে অটিজম আক্রান্ত ব্যক্তিদের সমাজের মূলধারায় অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে মর্যাদার সঙ্গে জীবনযাপনের সুযোগ করে দেয়ার জন্য কার্যকর নীতি এবং কর্মসূচি গ্রহণে বিশ্বের দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানান। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকে অটিস্টিক ব্যক্তিদের উপযোগী শিক্ষা, চিকিৎসা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাদের অধিকার নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে গুরুত্ব আরোপ করেন। উক্ত সম্মেলনে বিশ্বের ৩১টি দেশ হতে উচ্চ পর্যায়ের নীতি-নির্ধারকবৃন্দ, সরকারী কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ, এনজিও ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং UNICEF, UNDP, UN WOMEN, IOM, UNESCO সহ আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের আঞ্চলিক প্রধান ও প্রতিনিধি সমন্বয়ে আনুমানিক আড়াই শতাধিক অংশগ্রহণকারী যোগদান করেন। বাংলাদেশ ও ভুটান সরকারের যৌথ উদ্যোগে এ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশের সূচনা ফাউন্ডেশন, এবিলিটি ভুটান সোসাইটি (ABS) এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক কার্যালয় এ সম্মেলনে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে। এই সম্মেলনের প্রতিপাদ্য ছিল "Developing effective and sustainable multi-sectoral programmes for individuals, families and communities living with autism and neuro developmental disorders".

সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের পাশাপাশি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অটিজম বিষয়ক এক উচ্চ পর্যায়ের সেশনে সভাপতিত্ব করেন। অটিজম বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপারসন সায়মা ওয়াজেদ হোসেন উচ্চ পর্যায়ের এ আলোচনা সভায় সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করেন। এ বিষয়ে উল্লেখ্য যে, জাতীয় ও আঞ্চলিক ক্ষেত্রসহ পুরো বিশ্বে অটিজম বিষয়ে সচেতনতা তৈরি এবং আক্রান্ত ব্যক্তিদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূলধারায় একীভূত করার লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে বাংলাদেশ আজ নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করছে। থিম্পুতে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনের মাধ্যমে বৃহত্তর আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অটিজম ও স্নায়ুবিকাশজনিত সমস্যা মোকাবেলায় বাংলাদেশের নেতৃত্ব সুদৃঢ় হয়েছে। ফলে, এ সম্মেলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বৈশ্বিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল হয়েছে।

সফরকালে ভুটান পৌঁছাবার পর ১৮ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ দুপুরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভুটানের রয়্যাল প্যালেস তাশিচো-জং-এ রাজকীয় চিপড্রেল (chipdrel) অভ্যর্থনা গ্রহণ করেন। রয়্যাল প্যালেসে তাঁকে ভুটানের মন্ত্রিসভার সদস্যগণ স্বাগত জানান। সেখানে গার্ড অব অনারসহ প্রচলিত আনুষ্ঠানিকতা শেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভুটানের মহামহিম রাজা ও রাণীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৌহিত্রী এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কন্যা সায়মা ওয়াজেদ হোসেন এবং তাঁর কন্যা, বঙ্গবন্ধুর দৌহিত্র এবং বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ কন্যার পুত্র জনাব রিজওয়ান মুজিব সিদ্দিক, তাঁর স্ত্রী পেপি সিদ্দিক ও দুই সন্তান, মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা এবং সরকারি উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সফরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে-এর সাথে দ্বি-পাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রথম রাষ্ট্র হিসেবে ভুটান কর্তৃক ০৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বৈঠকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী BBIN MVA-এর বাস্তবায়ন, ভুটান কর্তৃক বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর এবং সৈয়দপুর বিমানবন্দর ব্যবহার, ভুটান কর্তৃক বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নৌ-রুট ব্যবহার, ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্প্রসারণ, আন্তঃসংযোগ, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, স্বাস্থ্য, পর্যটন, তথ্য প্রযুক্তি এবং শিক্ষাখাতে সহযোগিতা বৃদ্ধিকরণের বিষয়ে আলোচনা করেন। দ্বি-পাক্ষিক তথা উপ-আঞ্চলিক/আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের সামগ্রিক উন্নয়নের বিষয়ে করণীয় সম্পর্কেও বৈঠকে আলোচনা করা হয়। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী কর্তৃক ২৫ শে মার্চ কালরাতে গণহত্যার বিষয়টি উল্লেখ করে সম্প্রতি এ দিনটিকে 'গণহত্যা দিবস' হিসেবে পালনের লক্ষ্যে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে গৃহীত প্রস্তাবনার কথা জানান। তিনি গণহত্যা বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি আদায়ের প্রচেষ্টায় ভুটানের সহযোগিতা কামনা করেন। সফরশেষে গৃহীত 'যৌথ বিবৃতি'-এর ৯ম দফায় এ বিষয়ে ভুটানের স্বীকৃতি ও সহমর্মিতার উল্লেখ রয়েছে।

দ্বি-পাক্ষিক বৈঠকে ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য, জনযোগাযোগ বৃদ্ধিসহ সার্বিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে ভুটানের মহামহিম ৪র্থ রাজার প্রস্তাবিত স্বাস্থ্য ট্রাস্ট ফান্ড-এ বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সহযোগিতার আহবান জানান। এছাড়া ১-মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ কেন্দ্র, তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সহযোগিতা, ডাটা সেন্টার স্থাপন, চিকিৎসা ক্ষেত্রে মানব সম্পদ উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক ও পর্যটন ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা আরো বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সমর্থন কামনা করেন। ভুটানের প্রধানমন্ত্রী অটিজম কনফারেন্স আয়োজনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৌহিত্রী এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কন্যা সায়মা ওয়াজেদ হোসেন-এর উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন, বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের পক্ষ থেকে এই সম্মেলনটি ভুটানের জন্য উপহারস্বরূপ। দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক শেষে দু'দেশের মধ্যে ছয়টি চুক্তি/সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। সফর শেষে ২০ এপ্রিল দুইদেশ ২৬ দফা সংবলিত যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করে যাতে দুইদেশের মধ্যকার বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, চুক্তিসমূহের তালিকা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা যথাযথভাবে উঠে আসে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাজধানী থিম্পুর 'হেজো' এলাকায় বাংলাদেশ দূতাবাস কমপ্লেক্স-এর ভবন নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে ভুটানের মহামহিম রাজা ও ভুটানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ ভুটান সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য বাংলাদেশ দূতাবাস কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য ভুটান সরকার উপহার স্বরূপ ১.৫ একর জমি প্রদান করেছে।

ভুটানের মহামহিম ৪র্থ রাজা জিগমে সিংগে ওয়াংচুক ১৯ এপ্রিল সন্ধ্যায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে থিম্পুর লা-মেরিডিয়ান হোটেলে স্বপরিবারে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে রাজা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং ন্যায় বিচার নিশ্চিতে তাঁর অবদানের কথা উল্লেখ করেন। তিনি এই অঞ্চলে স্থিতিশীলতা, শান্তি প্রতিষ্ঠা, একতা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সফরকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভুটানের মহামহিম রাজা, রাণী ও তাঁর পরিবার এবং ভুটানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সুবিধাজনক সময়ে বাংলাদেশ সফরের জন্য পৃথকভাবে আমন্ত্রণ জানান।

(৩৫) ২০-২২ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী পোল্যান্ড-এর উপ-পররাষ্ট্র মন্ত্রী Ms. Joanna Wronecka-এর আমন্ত্রণে দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে আলোচনার জন্য পোল্যান্ডে সরকারি সফর করেন। এ সফরে তিনি পোল্যান্ড-এর উপ-পররাষ্ট্র মন্ত্রী Ms. Joanna Wronecka-এর সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন এবং দ্বিপাক্ষিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করেন। মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী পোল্যান্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রী H.E.Mr. Witold Waszczykowski-এর সাথেও সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন । এছাড়া মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী যথাক্রমে Deputy Minister of Economic Development, Undersecretary for Asia, Pacific, Africa etc, Minister for Maritime Economy & Inland Navigation এবং Minister for Social Welfare, Family & Labour-এর সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বাণিজ্য প্রতিনিধিদল নিয়ে যথাক্রমে President of Polish National Chamber, Department of Economic Cooperation এবং Gdansk Business Club-এর সাথে বৈঠক করেন এবং দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ প্রসারের বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা করেন। তাছাড়া তিনি বাংলাদেশ ও পোল্যান্ডের ব্যবসায়ীদের একটি Business Forum-এ অংশগ্রহণ করেন।

(৩৬) ২৪-২৬ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে Mr. Owen Jenkins, Director, South Asia and Afghanistan, the UK Foreign and Commonwealth Office বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালে তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা এবং সচিব (দ্বিপাক্ষিক ও কন্স্যুলার), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন ।

(৩৭) ২৬ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও ডেনমার্ক দূতাবাস-এর যৌথ আয়োজনে ঢাকায় Green Growth Solution শীর্ষক একটি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়।

(৩৮) ২৬-২৭ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে যুক্তরাজ্যের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী Mr. David Cameron বাংলাদেশ সফর করেন। উক্ত সফরকালে তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং একটি তৈরী পোশাক কারখানা পরিদর্শন, International Growth Centre কর্তৃক আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠক এবং British Bangladesh Chamber of Commerce আয়োজিত ফোরামে অংশগ্রহণ করেন।

(৩৯) মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী গত ০৯ মে ২০১৭ তারিখে যুক্তরাজ্য সফর করেন। তিনি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে mobileGov UK কর্তৃক প্রদত্ত Global Mobile Gov Award-2017 গ্রহণ করেন।

(৪০) মাননীয় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী এবং মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ১২-১৪ মে ২০১৭ তারিখে যুক্তরাজ্য সফর করেন। এ সময় তারা বাংলাদেশ দূতাবাস লন্ডনে অনুষ্ঠিত "Bangladesh Citizenship Act 2016" বিষয়ক মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে যুক্তরাজ্য দেশ ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত British Bangladesh Business (BBB) Award-2017-এ অংশগ্রহণ করেন।

(৪১) ১৫ মে ২০১৭ তারিখে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনায় বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ে প্রথম Foreign Office Consultation (FOC) অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের পক্ষে নেতৃত্ব দেন পররাষ্ট্র সচিব এবং মালয়েশিয়ার পক্ষের নেতৃত্ব দেন মালয়েশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারী জেনারেল। উক্ত সভায় দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার সকল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং বাণিজ্য বিনিয়োগসহ সকল ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদার করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশের শ্রমশক্তি রপ্তানির জি টু জি প্লাস উদ্যোগের সফল বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে দুপক্ষ সম্মত হয়। এছাড়া মালয়েশিয়ার সেক্রেটারী জেনারেল ১৬ মে ২০১৭ তারিখে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে তার কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

(৪২) গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমিটি ১৬ মে ২০১৭ হার্ডিঞ্জ সেতুর নিকট যৌথ প্রবাহ পরিমাপ সম্পন্ন করে, যা যৌথ কমিটি বাৎসরিক ভিত্তিতে করে থাকে । ১৭ মে ২০১৭ তারিখ ঢাকায় যৌথ কমিটির ৬৬তম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১৮ মে ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ নদী কমিশনের কারিগরি কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

(৪৩) ১৭ মে ২০১৭ তারিখে ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পাদিত "Trade and Investment Co-operation Forum Agreement (TICFA)"-এর তৃতীয় সভায় বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে মহাপরিচালক (বহুপাক্ষিক অর্থনৈতিক বিষয়াবলী) অংশগ্রহণ করেন। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের পণ্য ও সেবার বাধামুক্ত প্রবেশ এবং বিভিন্ন ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ বাধাসমূহ নিয়ে এ সভায় আলোচনা করা হয়। বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদলকে অবহিত করা হয় এবং বাংলাদেশের বাজারে যুক্তরাষ্ট্রকে বিনিয়োগের জন্য আহবান জানানো হয়।

(৪৪) ১৮ মে ২০১৭ তারিখে ঢাকায় 'Sustainability Compact'-এর তৃতীয় পর্যালোচনা সভায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। তৈরি পোশাক শিল্প কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু কর্ম পরিবেশ নিশ্চিতকরণের জন্য Compact-এর আওতায় যে সকল উদ্যোগ পূর্বে নেওয়া হয়েছিল সেগুলোর অগ্রগতি নিয়ে এ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় 'Sustainability Compact'-এর তিনটি Pillar নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয় এবং 'Sustainability Compact'-এর শর্তসমূহ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ যে অগ্রগতি অর্জন করেছে তা তুলে ধরা হয়।

(৪৫) ১৯-২১ মে ২০১৭ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর যৌথভাবে "৫ম বাংলাদেশে গণহত্যা ও বিচার" শীর্ষক এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করে। মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী উক্ত সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এ সম্মেলনের উদ্বোধনী বক্তৃতায় মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী যুদ্ধপরাধীদের বিচারের জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের বৈশ্বিক স্বীকৃতির বিষয়টিও তাঁর বক্তৃতায় তুলে ধরেন। উক্ত সম্মেলনে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত গণহত্যা বিষয়ে অভিজ্ঞ আইনজ্ঞ, ইতিহাসবিদ ও মানবাধিকার কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।

(৪৬) ২০-২৩ মে ২০১৭ তারিখে রিয়াদে অনুষ্ঠিত 'Arab-Islamic-American Summit'-এ যোগদানের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সৌদি আরবের বাদশাহের আমন্ত্রণে সৌদি আরব সফর করেন। এ সফরে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী ছিলেন। এই শীর্ষ সম্মেলনে সৌদি আরবের বাদশাহ সালমান বিন আব্দুল আজিজ ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং জিসিসিভুক্ত দেশসমূহসহ আরব বিশ্ব ও অন্যান্য মুসলিম দেশের প্রায় ৫৫ জন রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান অংশগ্রহণ করেন। এই শীর্ষ সম্মেলনের প্রতিপাদ্য ছিল 'Together We Prevail'।

উক্ত শীর্ষ সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রদত্ত বক্তব্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সন্ত্রাসবাদ ও সহিংস জঙ্গিবাদ দমনে তাঁর সরকারের গৃহীত বহুমূখী পদক্ষেপ এবং এক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য সম্পর্কে অবহিত করেন। এছাড়া তিনি আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ ও সহিংস জঙ্গিবাদ দমনে সুনির্দিষ্ট চারটি প্রস্তাব তুলে ধরেন। প্রস্তাবগুলো হলো- ক) সন্ত্রাসীদের অস্ত্র সরবরাহ বন্ধকরণ, খ) সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন বন্ধকরণ, গ) মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বৃহত্তর ঐক্য প্রতিষ্ঠা, এবং ঘ) আলোচনার মাধ্যমে সকল বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান। সফরকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় ছাড়াও তাজিকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এবং মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সাথে পৃথকভাবে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। এ সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সন্ত্রাস ও সহিংস জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের শক্ত ও জোরালো অবস্থানকে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পরিমন্ডলে আরো ব্যাপকভাবে তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে।

(৪৭) ২১-২৪ মে ২০১৭ তারিখে শ্রীলংকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট H.E. Mrs. Chandrika Bandaranaike Kumaratunga বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালে তিনি "Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS)" কর্তৃক আয়োজিত "Reconciling Divided Socities, Building Democracy and Good Governance: Lessons from Sri Lanka"-শীর্ষক সেমিনারে এবং "বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (BARC)" কর্তৃক আয়োজিত ব্রিফিং-এ অংশগ্রহণ করেন।

(৪৮) ২৪-২৬ মে ২০১৭ তারিখে মেক্সিকোর কানকুন শহরে "2017 Global Platform for Disaster Risk Reduction" সম্মেলনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এ সম্মেলনে বিশ্বব্যাপী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি হ্রাস করণে "Sendai Framework" এবং "Agenda 2030"-এর আলোকে কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণে বিশদ আলোচনা করা হয়।

(৪৯) ২৯ মে ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ ও সুইজারল্যান্ড-এর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মধ্যকার ৩য় বৈঠক (Foreign Office Consultations) অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক এবং বহুপাক্ষিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়।

(৫০) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এবং বাংলাদেশ পুলিশের যৌথ উদ্যোগে গত ২৯ মে ২০১৭ তারিখে আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস-২০১৭ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রমের আয়োজন করে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি এ দিবস উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্যদের মধ্যে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী এ সময় উপস্থিত ছিলেন। এ উপলক্ষে মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সকালে Peacekeepers Day Run-এর উদ্বোধন করেন।

(৫১) ২৯-৩০ মে ২০১৭ তারিখে International Atomic Energy Agency (IAEA)-এর ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত International Conference on the Technical Cooperation Programme: Sixty Years and Beyond-Contributing to Development-এ অংশগ্রহণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা সফর করেন। মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং মাননীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী উক্ত প্রতিনিধিদলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

৩০ মে ২০১৭ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন। বক্তব্যে তিনি 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ গঠনে বর্তমান সরকারের গৃহীত উদ্যোগসমূহ তুলে ধরেন। এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্বশান্তি রক্ষা, পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ ও এর বিস্তার রোধে বাংলাদেশের দৃঢ় অবস্থানের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পারমানবিক শক্তিকে টেকসই শক্তির উৎস হিসেবে উল্লেখ করে এর শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করেন এবং তাঁর সরকারের ঘোষিত 'ভিশন ২০২১' এবং 'ভিশন ২০৪১' বাস্তবায়নের

লক্ষ্যে পারমানবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের ১৬ কোটি জনগণের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা মেটানোর জন্য গৃহীত পদক্ষেপের বিষয়ে সকলকে অবহিত করেন। সম্মেলনের সাইড লাইনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী IAEA-এর মহাপরিচালক Mr. Yukiya Amano-এর সাথে বৈঠক করেন। এসময় IAEA-এর মহাপরিচালক বাংলাদেশে পারমানবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগের প্রতি তাঁর ও তাঁর প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন এবং এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কারিগরি ও প্রশিক্ষণ সহযোগিতা প্রদানের নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

ভিয়েনা সফরকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী তথা ফেডারেল চ্যান্সেলর Mr. Christian Kern-এর সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। এ বৈঠকে পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অস্ট্রিয়ার ফেডারেল প্রেসিডেন্ট Dr. Alexander Van der Bellen-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

(৫২) ০১ জুন ২০১৭ তারিখে ব্যাংককস্থ এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এআইটি)-তে প্রতিষ্ঠিত “বঙ্গবন্ধু চেয়ার”-এর অধীনে পিএইচডি পর্যায়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটির একটি সভা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বাংলাদেশী গবেষক নির্বাচনের লক্ষ্যে কমিটি কর্তৃক আবেদন যাচাই-বাছাই করে চার জন প্রার্থীকে সংক্ষিপ্ত তালিকাভূক্ত করার সুপারিশ করা হয়।

(৫৩) জাপানের টোকিওতে ০৫-০৬ জুন ২০১৭ তারিখে Nikkei Inc. কর্তৃক আয়োজিত “The Future of Asia” শীর্ষক ২৩ তম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। উক্ত সম্মেলনে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী “South Asia: Opportunities and Challenges of a Global Growth Hotspot” শীর্ষক একটি session এ গুরুত্বপূর্ণ panelist হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী তার বক্তব্যে/interaction কালে বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে বিশেষ করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে তার বর্ণনা করেন। জাপান সফরকালে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী সম্মেলনের পাশাপাশি জাপানের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, জাইকার প্রেসিডেন্ট, মিয়ানমারের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা, জাপানের কৃষি প্রতিমন্ত্রী সহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের সাথে বৈঠক করেন।

(৫৪) ০৫-০৯ জুন ২০১৭ তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার লক্ষ্য-১৪ বাস্তবায়নে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে ফিজি ও সুইডেন সরকারের যৌথ উদ্যোগে উচ্চ পর্যায়ের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট-এর সচিবের নেতৃত্বে ৬-সদস্য বিশিষ্ট একটি বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার লক্ষ্য-১৪ বাস্তবায়নের পন্থা সনাক্তকরণ, বিদ্যমান সফল অংশীদারিত্ব বজায় রাখা ও উদ্ভাবনীমূলক ও বাস্তবসম্মত নতুন অংশীদারিত্ব বিনির্মাণ, সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্তকরণ, লক্ষ্যমাত্রা-১৪ বাস্তবায়নে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অর্জিত অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং টেকসই উন্নয়নের উচ্চপর্যায়ের রাজনৈতিক ফোরামে ইনপুট প্রদানের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের ২০৩০ আলোচ্যসূচির ফলো-আপ ও পর্যালোচনা করা এ সম্মেলনের মূল লক্ষ্য ছিল। এ Ocean Conference-এ বাংলাদেশ ৩টি স্বেচ্ছাসেবামূলক অঙ্গীকার ঘোষণা করেঃ

- ক) মৎস্য ও অন্যান্য সামুদ্রিক প্রজাতি সংরক্ষণ ও টেকসই উৎপাদন,
- খ) টেকসই ম্যানগ্রোভ বন ও উপকূলীয় বনায়ন বৃদ্ধি,
- গ) প্লাস্টিক ব্যাগ তৈরী ও ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ।

(৫৫) ১২-১৬ জুন ২০১৭ তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে ‘27^{th} Meeting of the State Parties of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)’ অনুষ্ঠিত হয়। এবারের সভায় অন্যান্য বিষয়াবলীর পাশাপাশি জাতিসংঘের অধীনস্ত ২১-সদস্যবিশিষ্ট Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS)-এর সবকটি পদেই নতুন সদস্য নিয়োগের লক্ষ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া জাতিসংঘের International Tribunal for the Law of the

Sea (ITLOS)-এর ৭ জন নতুন বিচারক নিয়োগ সংক্রান্ত নির্বাচনও এবারের সভায় অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, CLCS এর জন্য নবনির্বাচিত সদস্যগণ কর্তৃক গঠিত কমিশনের নিকট বাংলাদেশের মহীসোপানের দাবী সংক্রান্ত Submission-টি রিভিউ করা এবং তার উপর চূড়ান্ত রায় প্রদান করার দায়িত্ব অর্পিত হবে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের অধিকৃত সমুদ্রাঞ্চলে ২০০ নটিক্যাল মাইল একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল (Exclusive Economic Zone)-এর বাইরে মহীসোপানে (Continental Shelf) সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ২০১১ সালে এ সংক্রান্ত তার দাবী সম্বলিত Submission-টি CLCS-এ পেশ করে। বর্তমানে CLCS-এর Submission বিবেচনা তালিকায় বাংলাদেশের Submission-টি ৫৫ নং ক্রমিকে অবস্থান করছে। অন্যদিকে, মিয়ানমার এবং ভারতও আন্তর্জাতিক আদালতের রায় উপেক্ষা করে বাংলাদেশের Continental Shelf এলাকা তাদের দাবীকৃত Continental Shelf অন্তর্ভুক্ত করে CLCS-এ Submission তাদের পেশ করেছে। ২০১৯ অথবা ২০২০ সালে নতুন সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত CLCS কর্তৃক বাংলাদেশের মহীসোপানের দাবী সংক্রান্ত Submission-টি রিভিউ করা সাপেক্ষে এ সংক্রান্ত চূড়ান্ত সুপারিশ প্রদান করা হবে। UNCLOS-এর বার্ষিক সভাটিতে নিয়মিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়ে যথাযথ ভূমিকা পালন করা সম্ভবপর হয়েছে।

(৫৬) ১৪-১৬ জুন ২০১৭ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী স্টেফান লোফভেন-এর আমন্ত্রণে সুইডেনে দ্বিপাক্ষিক সরকারী সফর করেন। সফরকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সুইডেনের প্রধানমন্ত্রীর সাথে একান্ত বৈঠক এবং আনুষ্ঠানিক দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। এছাড়া তিনি সুইডেনের মহামহিম রাজা কার্ল চতুর্দশ গুস্তাফ-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং সুইডেনের পার্লামেন্ট পরিদর্শনসহ ভারপ্রাপ্ত স্পিকার তোবিয়াস বিলস্ট্রোম-এর সাথে বৈঠক করেন। তিনি সুইডেনের উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগিতা ও জলবায়ু বিষয়ক মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এছাড়া সুইডেনের বিচার ও অভিবাসন মন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। সফরের দ্বিতীয় দিনে Business Sweden কর্তৃক আয়োজিত বাংলাদেশ-সুইডেন বাণিজ্য সংলাপে তিনি অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সুইডেন ও ইউরোপ প্রবাসী বাংলাদেশীগণ কর্তৃক আয়োজিত একটি গণসংবর্ধনায় অংশগ্রহণ করেন। এই সফরের ফলাফল হিসেবে দু'দেশ একুশ শতকে বাংলাদেশ-সুইডেন সম্পর্কের ভবিষ্যৎ রূপরেখা নির্ধারণমূলক একটি যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করে।

(৫৭) শ্রীলংকার সাম্প্রতিক বন্যা এবং ভূমিধ্বসের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে প্রদানকৃত পাঁচ লক্ষ মার্কিন ডলার শ্রীলংকায় নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার ২০ জুন ২০১৭ তারিখে শ্রীলংকান প্রেসিডেন্টকে হস্তান্তর করেন।

(৫৮) ২০-২১ জুন ২০১৭ তারিখে পররাষ্ট্র সচিব মহোদয় এবং মহাপরিচালক (আমেরিকাস) যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। সফর কালে পররাষ্ট্র সচিব মহোদয় Amb Thomas A. Shannon. Jr, US Under Secretary for Political Affairs, Mr. DAS Mark C. Storella, Bureau of Population, Refugees and Migration-এর সাথে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টে এবং Ms. Lisa Curtis, Deputy Assistant to the U.S. President and Senior Director for South and Central Asia, NSC-এর সাথে হোয়াইট হাউজে সাক্ষাত করেন। পাশাপাশি তিনি Mr. Mark Linscott, AUSTR for South and Central Asian Affairs, Dr. Jonathon Renner at Medical Faculty Associates, GW University Hospital এবং Ambassador Jackie Wolcott, Commissioner, USCIRF-এর সাথেও সাক্ষাত করেন। উক্ত বৈঠক গুলোতে তিনি বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক ও চলমান ঘটনাবলী প্রসঙ্গে ফলপ্রসু আলোচনা করেন।

(৫৯) ২৮ জুন ২০১৭ তারিখে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত Committee on Migrant Workers (CMW) নির্বাচনে বাংলাদেশের প্রার্থী পররাষ্ট্র সচিব মোঃ শহীদুল হক সদস্য পদে সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোট পেয়ে দ্বিতীয় মেয়াদে পুনঃনির্বাচিত হন। CMW-এর ৫১টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে ৪৬টি রাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রার্থীর পক্ষে ভোট প্রদান করেন। এ জয়ের মধ্য দিয়ে

অভিবাসন সহ বিভিন্ন বহুপাক্ষিক ইস্যুতে বাংলাদেশের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আস্থার প্রতিফলন ঘটেছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ উক্ত নির্বাচনে বাংলাদেশের প্রার্থীর পক্ষে জোরালো নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়েছে। এ নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসেবে পররাষ্ট্র সচিব গত ১৮-১৯ জুন ২০১৭ তারিখে নিউ ইয়র্ক সফর করেন।

(৬০) ২৮-৩০ জুন, ২০১৭ তারিখে জার্মানির বার্লিনে Global Forum on Migration and Development (GFMD)-এর দশম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে এবারের প্রতিপাদ্য ছিল 'Towards a Global Social Contract on Migration and Development'. উক্ত সম্মেলনে পররাষ্ট্র সচিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করেন। জার্মানি ও মরক্কো সরকারের যৌথ সভাপতিত্বে এবারের সম্মেলন মূলত অভিবাসন বিষয়ে প্রস্তাবিত 'Global Compact on Migration' প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করে। সম্মেলনে অভিবাসন ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের উপর রাউন্ডটেবিল আলোচনা হয়। বাংলাদেশ রাউন্ডটেবিল সেশন ১.২ এর উপর সভাপতিত্ব করে। সেশনটির বিষয়বস্তু ছিল From Global Agenda to Implementation-National Action Plans for Migration Related Sustainable Development Goals (SDGs)। এছাড়া বাংলাদেশ রাউন্ডটেবিল সেশন ১.১ এ Rapporteur-এর দায়িত্ব পালন করে। উক্ত সেশন গুলোতে বাংলাদেশ অভিবাসীদের অধিকার রক্ষায় 'Global Compact' প্রনয়ণে ফলপ্রসূ আলোচনা করে।

(৬১) সম্প্রতি ভারত সরকার কর্তৃক বাংলাদেশের নাবিকদের ভারতের যে কোন সমুদ্রবন্দর থেকে ভারতের বিমানবন্দর পর্যন্ত বিনা প্রহরায় গমনাগমনের অনুমতি প্রদানের বিষয়টি সমাধান করা হয়েছে। ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নোটিফিকেশনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহকে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রদান করেছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে এ বিষয়ে বিভিন্ন ফোরামে আলোচনা চালিয়ে আসছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক ভারত সফরেও (এপ্রিল ২০১৭) এ বিষয়টি আলোচনায় উঠে আসে। ইতোপূর্বে বাংলাদেশের নাবিকগণের জাহাজ থেকে বিমানবন্দরে এবং বিমানবন্দর থেকে জাহাজ পর্যন্ত গমনাগমনের ক্ষেত্রে ভারতের ইমিগ্রেশন পুলিশ প্রহরার বাধ্যবাধকতা ছিল।

(৬২) বিদেশস্থ সকল বাংলাদেশ মিশনে প্রেরণ করার জন্য "অনন্য ছবি Unique Glimpses", মুজিব গ্রাফিক নভেল (Part 1, 2 & 3) ও "Bangladesh: on The International Stage 2016" বই তিনটি সংগ্রহ করা হয়েছে।

(৬৩) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কূটনৈতিক প্রচেষ্টার প্রেক্ষিতে গত জুন মাসে প্রথমবারের মত বাংলাদেশ থেকে দুই জন কারারক্ষী জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাচিত হন। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সশস্ত্র বাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর পাশাপাশি কারারক্ষীদের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের অবদান রাখার সুযোগ আরো বৃদ্ধি পাবে।